দৈনিক বাংলা

14

তারিখ ... 16 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 8 ...

শিক্ষক ফেডারেশন সেমিনার

স্বায়ত্তশাসনের নামে ভার্সিটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভাবতে হবে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে যেমন অধিকার হিসাবে দেখতে হবে, পাশাপাশি তেমনি শিক্ষকদেরকে পেশাগত যোগ্যতা এবং নৈতিকতা উর্ধে তুলে ধরে নিজ কর্তব্যও সঠিক-ভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষকরা আরও বলেন, "শুধু রাষ্ট্র পরিচালকদের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না।" তাঁরা শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত "শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ" শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলা হয়। টিএসসিতে অনুষ্ঠিত দিবসব্যাপী এ সেমিনারে মোট আটটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

স্বায়ত্তশাসনের নামে

(প্রথম পৃঃ পর)

সমূহের বিষয় হচ্ছেঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, সেশন জট, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দু'হাজার সালে সকলের জন্যে শিক্ষাঃ লক্ষ্য ও বাস্তবতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নিয়োগ সমস্যাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, উচ্চশিক্ষা ও পরিবেশ ইত্যাদি।

প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ম, আখতারুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, আবদুল নূর, ডঃ এএফ ইমাম আলী, ডঃ এটিএম জহুরুল হক ডঃ নূরুল মোমেন ডঃ মোহাম্মদ লোকমান।

সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান। অপর দু'টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আমিনুল হক বেগ ও প্রফেসর আবুল কাশেম চৌধুরী।

ডঃ ম, আখতারুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বলেনঃ যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে এখনও দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানষ নিরক্ষর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপকরণের অভাব তীব্র। শিক্ষক ও কর্মচারীরা সামাজিক মর্যাদার করুণার পাত্র। ব্যাপক দুর্নীতি ও নকলবাজির মুখে তাঁরা অসহায়। তিনি সমস্যা সমাধানে আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সেশন জট সম্পর্কিত প্রবন্ধে বলেনঃ

এ সমস্যার ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ হুমকির সম্মুখীন। তরুণ-দের জীবনের দু'তিন বছর অহেতুক বিনষ্ট হচ্ছে। অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতিতে পড়ছে প্রতিকূল প্রভাব। সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গঠন-মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সেশন জট দূর হতে পারে।

"শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসঃ একটি মূল্যা-য়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ মোহাম্মদ লোকমান বলেনঃ দেশের শিক্ষাঙ্গন জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র না হয়ে অস্ত্রচালনা ও সন্ত্রাসের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাসিবাদের শিকার হয়ে আমাদের রাজনীতি আজ অসুস্থ। ফ্যাসিবাদের রাজনীতিই ষাটের দশক থেকে দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। সে সন্ত্রাস আজও চলছে। সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে ডঃ লোকমান আদর্শহীনতা, নেতৃত্বের দুর্বলতা, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, সরকারী মদদ ইত্যাদিকে দায়ী করেন।

প্রবন্ধের ওপর এবং মুক্ত আলো-চনায় অংশ নেন প্রফেসর মইনুল ইসলাম, প্রফেসর এফ আর খান, প্রফেসর আবদুল কাদির ভূইয়া, প্রফেসর রঙ্গলাল সেন, সৈয়দ আহমদ খান, আবুল কালাম আজাদ, ডঃ আলাউদ্দিন, ডঃ এ এম মান্নান, ডঃ আবুল বরকত প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মইনুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে বলেনঃ স্বায়ত্তশাসন আমাদের অধিকার। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা আজ ভেবে দেখে প্রয়োজন। শিক্ষকতা পেশায় জ্ঞান ও গুনের প্রয়োজন। কিন্তু এমন অনেকেই বিশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন যারা শুদ্ধভাবে পাঁচ লাইন বাংলা বা ইংরেজী লিখতে পারেন না। অথচ পদন্নোতিসহ অনেক বিষয়ে দল বেঁধে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বলা হয়, "এটা করে দিতে হবে।" ইংরেজির অব-মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্যকরেন।

প্রফেসর আবদুল কাদির ভূইয়া বলেন, শিক্ষক সমিতিকে শ্রমিক ইউনিয়নের মত শুধু দাবী দাওয়ার মধ্যে সীমিত রাখা যায় না। শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও সমিতিকে কথা বলতে হবে। তিনি আয়ও বলেন, স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটাকে স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। প্রফেসর ভূঁইয়া বলেন, "সর-কারের কাছে না হলেও জাতির কাছে আমাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে।"

প্রফেসর মইনুল ইসলামের বক্ত-ব্যের সমালোচনা করে ডঃ আলাউদ্দিন বলেন, প্রফেসর ইসলাম বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করে-ছেন তা ঢালাও এবং একপেশে।